উত্তরবঙ্গ

রোগের সঙ্গে লড়েও নজরকাড়া ফল রোশনার

দেওয়ানহাট, ১৩ জুন ঃ দারিদ্র্য এবং টিউমারের মতো কঠিন অসুখের সঙ্গে লড়ে এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল কোচবিহার-১ ব্লকের ওয়েস্ট ঘুঘুমারি হাইস্কুলের ছাত্রী রোশনা বানু। এই অবস্থায় বরাবর মেধাবী ছাত্রী রোশনার পরীক্ষার ফল কতটা ভালো হবে তা নিয়ে পরিবারের সদস্য, স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ এলাকাবাসী উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরোতেই সেই উদ্‌বেগের অবসান হয়। ৪৬২ নম্বর পেয়ে স্কুলসেরা হয়েছে রোশনা। তবে চিকিৎসায় টিউমার সারিয়ে সুস্থ হলেও চরম দারিদ্র্যকে পরাস্ত করে আগামী দিনে উচ্চশিক্ষার খরচ কীভাবে চলবে, সেই চিন্তায় দিশেহারা এই মেধাবী ছাত্রী ও তার পরিবার।

ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চড়কেরকুঠি গ্রামে রোশনাদের বাড়ি। তার বাবা রসিদুল হোসেন পেশায় গোয়ালা। দুধ কিনে তা বিক্রির পর দিনে যে দেড় থেকে দুইশো টাকা রোজগার হয় তাতেই কোনোক্রমে চলে সংসার। কোনো দিন দুধ নিয়ে বেরোতে না পারলে বাড়ির উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। এরই মধ্যে তিনি তিন ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু অর্থাভাব সেক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। তাঁর বড়ো মেয়ে রোশনা ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও তার প্রাপ্ত নম্বর ৯২ শতাংশের বেশি। আগামীদিনে মেয়েকে কলেজে পড়ানোর খরচ কোথা থেকে মিলবে সেই চিন্তায় দিশেহারা রসিদুলবাবু।

বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে রোশনা। ছবি ঃ তুষার দেব

রোশনার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। এর পাশাপাশি এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগে তার শরীরে টিউমার ধরা পড়ে। টিউমারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেই সবগুলি পরীক্ষা দিয়েছে সে। তা না হলে পরীক্ষায় আরও ভালো নম্বর পেত বলে সে জানায়। স্নাতকস্তরে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হতে চায় রোশনা। বাবা প্রতি মুহূর্তে যে লড়াই করে তাদের মানুষ করছেন সেই লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভাইবোনের শিক্ষার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ রোশনা। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে অর্থাভাবের সঙ্গে লড়াইয়ে সে জয়ী হতে পারবে কিনা তার ওপর। এক্ষেত্রে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে রোশনা।

স্থানীয় টাপুরহাট উদীচী সংঘের তরফে সৌরভ দে জানান, রোশনা ও তার পরিবার অত্যন্ত দুস্থ। লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই রোশনা অসম্ভবকে সম্ভব করছে। আগামী দিনে তার যাত্রাপথে তাঁদের সংস্থা পাশে থাকবে। অন্যদেরও তিনি রোশনার সাহায্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন।

বিয়েতে গররাজি বোকনাবান্ধার কৃতী

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করেও মুখে হাসি নেই মমতাজ পারভিনের। তার কথায়, সংসারে প্রচণ্ড অভাব। বাবা নলকূপ বসানোর কাজ করেন। সেই কাজও প্রতিদিন জোটে না। উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোলেও উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত মমতাজ। মমতাজ জানায়, উচ্চশিক্ষা নিতে চায় সে। কিন্তু বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে চাইছেন। এটা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তার লক্ষ্য উচ্চশিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়া। পাশাপাশি দুস্থ মেধাবীদের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্নও রয়েছে তার। তবে বাবা-মা তাকে বিয়ে দিতে চাওয়ায় তার মন খারাপ। এনিয়ে পরিবারের দোষ অবশ্য দিতে নারাজ সে।

মমতাজ জানায়, বাবার সামান্য আয়ে পরিবারের সকলের মুখে দু-বেলা দু-মুঠো খাবারের সংস্থান করা সম্ভব নয়। উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক খরচ। এই বাড়তি টাকা কোথা থেকে আসবে ? তাই তাকে বিয়ে দিতে চাইছেন বাবা-মা বলে মনে করে মমতাজ। তবে বিয়ে করতে চায় না সে। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায় সে। কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সুবিধা হবে বলে জানায় মমতাজ।

উল্লেখ্য, মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১৩৯ বোকনাবান্ধা গ্রামে বাবা তহিবুল হক, মা মনোয়ারা বেগম, দুই ভাই এবং মমতাজকে নিয়েই ওদের সংসার। তহিবুল জানান, নলকূপ বসানোই মূল পেশা তাঁর। তবে প্রত্যন্ত গ্রামে নিত্যদিন এই কাজের সুযোগ নেই। তাই অনেক সময়েই বাড়িতে বেকার বসে থাকতে হয়। টেনেটুনে কোনোভাবে সংসার চালাতে হচ্ছে। মনোয়ারা জানান, অনেক কষ্টে মমতাজ পড়াশোনা চালাচ্ছে। মাঝেমধ্যে ওর হাতে টিফিনের জন্য কিছু টাকা দিতাম। কিন্তু পরিবারের আর্থিক সমস্যার বিষয়টি অনুভব করে সে ওই টাকা বাঁচিয়ে পড়াশোনার জন্য খাতা, কলম কিনত। তবে বাবা-মা কষ্ট পেতে পারে ভেবে ও নিজে কখনও এই বিষয়টি বাড়িতে জানায়নি। তিনি মেয়ের উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তিত। তিনিও মেয়ের পড়াশোনার খরচের জন্য সহযোগিতা চাইছেন। শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে শিক্ষিকা হতে চায় মমতাজ। বাংলায় ৭৭, ইংরেজিতে ৬৪, শিক্ষাবিজ্ঞানে ৮১, ভূগোলে ৮০ এবং সংস্কৃতে ৮২ নম্বর পেয়েছে সে।

প্রবাসী শ্রমিক দম্পতির ছেলের নজরকাড়া ফল

দিনহাটা, ১৩ জুন ঃ বাবা-মা দিনমজুর। অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। গরিব হওয়া সত্ত্বেও বাবা-মায়ের ইচ্ছা ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই পরিবারের সন্তান রেজাউল পাটোয়ারি এবার দিনহাটা-১ ব্লকের অন্তর্গত ওকড়াবাড়ি এবি হাইস্কুল থেকে কলাবিভাগে ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে। রেজাউলের ইচ্ছে ইংরেজি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে অধ্যাপক হওয়া। কিন্তু সে পথে বাধা অর্থ।

রেজাউলের প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৬। সে বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৯০, ভূগোলে ৯৪, দর্শনে ৯৯ ও শারীরশিক্ষায় ৯২ পেয়েছে। দিনহাটা-১ ব্লকের অন্তর্গত ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দীঘলটারি গ্রামে রেজাউলদের বাড়ি। বাবা হাফিজার পাটোয়ারি ও মা রেজিনা বিবি দিনমজুর। দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁরা দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করেন। জায়গা-জমি বলতে সামান্য ভিটেটুকু আছে। দাদু-দিদিমার দেখাশোনায় রেজাউল লেখাপড়া করে। প্রতি মাসে দিল্লি থেকে পাঠানো অর্থে কোনোরকমে দাদু-দিদিমা সহ রেজাউল ও তার বোনের অন্ন জোটে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ দেব বলেন, 'রেজাউল আগাগোড়াই ভালো ছাত্র। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা সহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে ছেলেটি খুবই মনোযোগী। তার সাফল্যে আমরা খুশি।'

স্কুলের সহশিক্ষক নবিউল ইসলাম ও কৃষ্ণেন্দু বর্মন বলেন, 'আমরা সকলেই রেজাউলকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। সহপাঠী রিয়াদ আলি, মোস্তাফিজার রহমানরাও রেজাউলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। দীঘলটারি গ্রামের বাসিন্দা আজিজার রহমান, বিদ্যুৎ বর্মন, হারুন অল রশিদরা বলেন, চরম অভাব-অনটন সত্ত্বেও রেজাউলের এই সাফল্যে আমরা গর্বিত।

ছেলের পরীক্ষার ফল সংক্রান্ত সুসংবাদ টেলিফোনে শুনে বাবা-মায়ের মন আনন্দে ভরে যায়। কিন্তু নিমেষেই সেই আনন্দের মাঝে নেমে এসেছে হতাশা। কারণ, ছেলের উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করার মতো সামর্থ্য যে তাঁদের নেই। হাফিজার টেলিফোনে জানান, নিজে লেখাপড়া শিখতে পারিনি। ইচ্ছে ছেলেকে শিক্ষিত করব। কিন্তু ছেলের পরবর্তী লেখাপড়ার খরচ চালাবার মতো সামর্থ্য আমার নেই।' রেজাউল জানায়, 'স্কুলের শিক্ষকদের জন্যই আজ আমি ভালো ফল করতে পেরেছি। আমি ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনা করে অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই আমার পিছনে বাবা-মা সহ শিক্ষক সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে।' রেজাউলের পরবর্তী লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তার পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

দিনমজুরি করেও নজর কাড়ল পানিশালার রাকিব

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ দিনমজুরের কাজ করেও উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে সকলের নজর কাড়ল মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১৩৩ পানিশালা গ্রামের আব্দুর রাকিব। তবে ছেলে ভালো ফল করলেও মন ভালো নেই বাবা আতাউর রহমানের। তাঁর বক্তব্য, ছেলে পড়াশোনা করে অনেকদূর এগিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু অভাবের সংসারে কীভাবে সেটা সম্ভব হবে সেটাই তিনি আন্দাজ করতে পারছেন না। ছেলেকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন মা রিনা পারভিনও। তাঁর কথায়, ছেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কেউ যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন তাহলে খুবই ভালো হত।

উল্লেখ্য, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি হাইস্কুল থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে আব্দুর রাকিব। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৬। এবার বিদ্যালয়েরও সেরা হয়েছে সে। শতাংশের হিসেবে ৮৭.২। রাকিবের বাবা আতাউর রহমান জানান, তিন ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে তাঁদের সংসার। নিজস্ব সামান্য জমিতে নিজে চাষের কাজ করেন। তাতে সংসার সামলানো মুশকিল হয়ে যায়।

বিষয়টি অনুভব করতে পেরে রাকিব নিজেও অন্যের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করে থাকে। অভাবের কারণে ছেলেকে ঠিকমতো বইপত্রও কিনে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করেও ও পড়াশোনা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তবে এক্ষেত্রে ওর বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদানের প্রশংসা করেছে রাকিবের পরিবার।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে যেতে হবে। পড়াশোনার খরচও অনেকটা বাড়বে। তাই এবার যে চাপ আরও অনেকটাই বাড়বে সেটাও স্বীকার করেছে সে।

রাকিব জানায় সে ইংরেজি নিয়ে পড়ে অধ্যাপক হতে চায়। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অভাবের কারণে শেষমেশ তার এই স্বপ্নপূরণ হবে কিনা সে নিয়ে চরম আশঙ্কা রয়েছে তার মনে। তবে হাল ছাড়তে নারাজ বলেই ও জানায়। বিভিন্ন বিষয়ে আব্দুর রাকিবের প্রাপ্ত নম্বর বাংলা ৯০, ইংরেজি ৮৭, শিক্ষাবিজ্ঞান ৮৮, ভূগোল ৮৬ এবং সংস্কৃতে ৮৫।

কৃতী ছেলের উচ্চশিক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা মায়ের

নিশিগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ তন্ময় রায় এবার নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয় থেকে ৯২ শতাংশের বেশি নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে। ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের আকরাহাট বাজারের কাছেই বাড়ি তন্ময়দের। তন্ময়ের মা প্রতিমা রায় জানান, 'আর পারছি না। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৪ বছর ধরে সংগ্রাম চলছে। দুই ছেলেই পড়াশোনায় ভালো। বাড়িতে বৃদ্ধা শাশুড়ি আছেন। সংসার চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই ছেলেকে পড়াচ্ছি। টিউশনও দিয়েছিলাম। এখন শহরে কলেজে পড়তে অনেক খরচ। কীভাবে চালাব বুঝতে পারছি না। যেটুকু জমি আছে তার ফসলে বছর চলবে না। ভগবানকে ডাকা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।' ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে তন্ময় জানায়, 'একটু আর্থিক সামর্থ্য থাকলে আমিও হয়তো স্কুলের নাম উজ্জ্বল করতে পারতাম। মাধ্যমিকের পরে ভেবেছিলাম একাদশে বিজ্ঞান শাখায় ভরতি হব। সম্ভব হয়নি আর্থিক কারণে। বাবা যখন মারা যান তখন ছোটো ভাইয়ের বয়স দুই বছর। আমার ৪ বছর। ভাই এবার প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাস করেছে। বৃদ্ধা ঠাকুমা আছেন। দুই বিঘার মতো কৃষি ছিল। মা চাষ করান লোক দিয়ে। পরীক্ষার আগে ভাইয়ের অসুখ ও আমার পড়ার খরচের জন্য এক বিঘা জমি বিক্রি করতে হয়েছে। এখন ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু ৪ জনের খাবার জোগাড় করাই মায়ের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

দুস্থ পরিবারের রিয়ার সাফল্যে খুশি সিতাই

সিতাই, ১৩ জুন ঃ এবারের উচ্চমাধ্যমিকে রিয়া দত্তের সাফল্যে খুশি সিতাই। রিয়া সিতাই হাইস্কুল থেকে এবার ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। কলা বিভাগে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬১। বাংলায় ৮৮, ইংরেজিতে ৮১, ভূগোলে ৯৬, দর্শনে ৯৮ এবং সংস্কৃতে ৯৮ পেয়েছে। গরিব ঘরের রিয়া ভবিষ্যতে ইংরেজির শিক্ষিকা হতে চায়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত মালসারাপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারে রিয়ার জন্ম। মাত্র নয় বছর বয়সে তার বাবা মারা যান। রিয়া সহ তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সমস্যায় পড়েন মা বিউটি দত্ত। সন্তান প্রতিপালন করে তাদের শিক্ষিত করার স্বপ্ন মায়ের ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সিতাই হাট চত্বরের বাসিন্দা শেফালি দত্তের কাঁধে নাতনি রিয়াকে প্রতিপালনের দায়িত্ব পড়ে। অসহায় দিদিমা নাতনিকে সিতাই কেজিবি হস্টেলে রেখে দেন। সেখানে থেকে রিয়া পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনাখরচে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। এরপর সামান্য বার্ধক্যভাতা দিয়ে সংসার চালানো দিদিমার চালাঘরে নাতনির ঠাঁই হয়। সিতাই হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে রিয়াকে ভরতি করান দিদিমা। মেধাবী রিয়ার পাশে দাঁড়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার লেখাপড়া চালাবার দায়ভার প্রধান শিক্ষক বহন করতে শুরু করেন। মাধ্যমিকে রিয়া ৭৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। আর এবার উচ্চমাধ্যমিকে সে সিতাই ব্লকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে।

রিয়া জানায়, প্রধান শিক্ষক পাশে না দাঁড়ালে আমি উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়তে পারতাম না। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাকে লেখাপড়ায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মলয় দাস ও পত্রালী দাস জানান, মেয়েটি যথেষ্ট মেধাবী। আমরা তাকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছি। সিতাইয়ের বাসিন্দা শিবা দত্ত, বুলি দত্ত, সুচিত্রা রায় প্রামাণিকরা জানান, দারিদ্র্যকে জয় করে মেয়েটির এরকম সাফল্যে আমরা খুশি।

প্রধান শিক্ষক অনিমেষ ভট্ট বলেন, রিয়ার প্রতিভা রয়েছে। আমি লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তাকে ভবিষ্যতে যথাসম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা চালাব।

অন্যদিকে, রিয়ার সাফল্যে মালসারাপুর গ্রামেও আনন্দের হাওয়া বইছে। টেলিফোনে বিউটি দত্ত জানান, 'মেয়ের ভালো ফলাফলে আমরা আনন্দিত। তবে রিয়ার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তার মা সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।' রিয়া জানায়, ভবিষ্যতে সে ইংরেজির শিক্ষিকা হতে চায়।

আনন্দধারা নিয়ে কর্মশালা হলদিবাড়িতে

হলদিবাড়ি, ১৩ জুন ঃ আনন্দধারা প্রকল্প নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল হলদিবাড়িতে। হলদিবাড়ি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার সীমান্ত ভবনে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সঞ্জয় পণ্ডিত, পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ি সভাপতি কল্পনা রায়, বিদায়ি সহসভাপতি রিতা মল্লিক, আনন্দধারার ব্লক নোডাল অফিসার নিরুপম ভট্টাচার্য, ব্লক প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুজন সাহা, এরিয়া কোঅর্ডিনেটর আনোয়ার হোসেন এবং বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় শাখার ম্যানেজাররা।

বিডিও জানান, কর্মশালায় ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরের আনন্দধারা প্রকল্পের সামগ্রিক কাজের পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ আর্থিক বছরের প্রকল্পের সামগ্রিক পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য সেরা ক্লাস্টার পুরস্কার পেয়েছে ভারতমাতা সংঘ। সামগ্রিক কাজের জন্য সেরার শিরোপা পেয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের হলদিবাড়ি শাখা। সেরা কোঅর্ডিনেটরের পুরস্কার পেয়েছেন আবির্ভাব সংঘের সোমা মণ্ডল।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ

সিতাই, ১৩ জুন ঃ কোচবিহার জেলা চাইল্ড লাইন ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ হল বুধবার। ঘটনাটি ঘটেছে সিতাই ব্লকের অন্তর্গত সিতাই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আরজিখামার সিতাই এলাকায়। ওই নাবালিকা সিতাই হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

চাইল্ড লাইন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে ওই ছাত্রীর বিয়ে ঠিক হয়। জেলা চাইল্ড লাইনের কাছে সেই খবর পৌঁছে যায়। জেলা চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে সিতাইয়ের বিডিও এবং সিতাই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বুধবার চাইল্ড লাইনের দুই সদস্য সংযুক্তা বর্মন ও শিবশংকর চন্দ বিডিও এবং প্রধান শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রীটির বাড়িতে যান। বাল্যবিবাহের কুফল এবং এর আইনগত বিষয় সম্পর্কে ওই ছাত্রীর বাবাকে বোঝানো হয়। এরপর ছাত্রীটির বাবা মুচলেকায় স্বাক্ষর করেন। ১৮ বছর পূর্ণ না হলে মেয়ের বিয়ে দেবেন না এবং তাকে স্কুল পাঠাবেন বলে তিনি মুচলেখা দেন। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ছাত্রীটির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন অভিভাবকরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিমেষ ভট্ট বলেন, ছাত্রীটি এখন পূর্বের মতোই স্কুলে আসবে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। বিডিও কৌস্তভকান্তি দাস জানান, নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় দম্পতি আহত

হলদিবাড়ি, ১৩ জুন ঃ পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চামড়াগুদাম এলাকায়। আহত কিরণচন্দ্র রায় (৫০) ও সুনীতি রায় (৪৫) সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে বাইকে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুঘুডাঙ্গা থেকে হলদিবাড়ি যাচ্ছিলেন কিরণবাবু। উলটো দিক থেকে আসা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গাড়ি একটি টোটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে বাইককে ধাক্কা মারে। বাইক সহ দুজন রাস্তায় পড়ে যান। অন্যদিকে, বিএসএফ-এর গাড়িটি নিয়ে চালক পালিয়ে যান। স্থানীয়রা ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় দুজনকেই উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। দুজনেরই মাথায় গুরুতর আঘাত আগে। কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন। বাড়ির লোকজন তাঁদের চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি নিয়ে যান। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

মেখলিগঞ্জে পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু সব দলের

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ পুর নির্বাচনের দিন এখনও ঘোষণা না হলেও কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, বিজেপি এবং কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্যে কর্মীসভাও করেছে। একথা স্বীকার করেছে শাসক এবং বিরোধী উভয়পক্ষের নেতারা। উল্লেখ্য, নয়টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট মেখলিগঞ্জ পুরসভা। বর্তমানে পুরবোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। বোর্ড দখলে রাখার পাশাপাশি প্রতিটি ওয়ার্ডে আরও ভালো ফলের লক্ষ্যে এগোচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরাও ভালো ফল করতে চাইছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গৌতম সিং বলেন, পুরভোটের লক্ষ্যে এগোচ্ছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই কর্মীসভায় পুরবোর্ডের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য মায়াশংকর সিং জানান, পুর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে রবিবার শহরে তাঁরা দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে প্রতিটি ওয়ার্ডের কর্মীরা হাজির ছিলেন। পুর নির্বাচনের প্রস্তুতি কীভাবে শুরু করা হবে তা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে ফজলে করিম, তুহিন চক্রবর্তী, পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দলীয় কর্মীদের নানা পরামর্শ দেন। মেখলিগঞ্জ পুরভোটে এবার ভালো ফল করতে চাইছে বিজেপি। পুরসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে রবিবার মেখলিগঞ্জ শহরে কর্মীসভা করেছেন বিজেপি নেতারা। সভায় দলের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী, মেখলিগঞ্জ শহর সভাপতি রাজীব সিংহসরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কর্মীসভায় আসন্ন পুর নির্বাচন সহ সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে, শহরে তাদের সংগঠন মজবুত রয়েছে বলে দাবি করেছে বামেরা। তাদের কথায়, গত পুর নির্বাচনে নয়টি আসনের মধ্যে আটটিতে জয় পেয়ে তাঁরাই বোর্ড গঠন করেছিল। দলবদলের খেলায় বোর্ড তাদের হাতছাড়া হলেও সংগঠন চাঙ্গা রয়েছে বলেই তারা মনে করছে। বামফ্রন্টের শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র অধিকারী অবশ্য জানিয়েছেন, সারা বছরই আমরা মানুষের পাশে থাকি। শহর এলাকার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। পুরসভা নির্বাচনের জন্য অনেকদিন আগেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি আমরা। শহরের মানুষ আমাদের পাশে আছেন। উল্লেখ্য, আগামী অক্টোবর মাসে মেখলিগঞ্জে পুরভোট হওয়ার কথা।

> সারা বছরই আমরা মানুষের পাশে থাকি। শহর এলাকার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। পুরসভা নির্বাচনের জন্য অনেকদিন আগেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি আমরা। শহরের মানুষ আমাদের পাশে আছেন।
>
> *– পরেশচন্দ্র অধিকারী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা*

রিজার্ভ ভোট কর্মীদের টাকা মেটানোর আশ্বাস প্রশাসনের

দিনহাটা, ১৩ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার প্রায় একমাস হয়ে গেল। কিন্তু তারপরেও সাম্মানিক অর্থ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুললেন দিনহাটা-১ ব্লকের রিজার্ভ ভোট কর্মীরা। ভোট কর্মীদের মধ্যে এনিয়ে অসন্তোষ ছড়াতেই নড়েচড়ে বসে ব্লক প্রশাসন। খুব শীঘ্রই ভোট কর্মীদের মধ্যে যারা অর্থ পাননি তাঁদেরকে তা প্রদান করার আশ্বাস দিলেন দিনহাটা-১ ব্লকের যুগ্ম বিডিও।

অন্যান্য ব্লকের মতো দিনহাটা-১ ব্লকেও ভোটের কাজে প্রতিবারের ন্যায় এবারেও রিজার্ভ ভোট কর্মী রাখা হয়েছিল। কিন্তু সিতাই, দিনহাটা-২ ব্লকে রিজার্ভ ভোট কর্মীদের সাম্মানিক অর্থ ভোটের সময় প্রদান করা হলেও দিনহাটা-১ ব্লকের শতাধিক কর্মী সেই অর্থ পাননি বলে অভিযোগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ভোট কর্মীদের অনেকেই জানান, নির্বাচনি রীতি অনুযায়ী আমরা রিজার্ভ ভোট কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। অন্যান্য ব্লকে কর্মীরা সাম্মানিক হিসেবে বরাদ্দ অর্থ পেলেও আমাদেরকে বিডিও তা দেননি।

এ বিষয়ে চাপানউতোর শুরু হতেই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তা জানতে পারেন। আর সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে বিডিওর দপ্তরে খোঁজখবর নিতেই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। তড়িঘড়ি সাম্মানিক মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিষয়টি সম্পর্কে টেলিফোনে চেষ্টা করেও বিডিও পার্থ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। পরে যুগ্ম বিডিও অর্পণ মোক্তান জানান, যত দ্রুত সম্ভব এই ভোট কর্মীদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়া হবে।

কলকাতায় চোখের চিকিৎসা হবে ভাসারডাবরির শিশুর

শামুকতলা, ১৩ জুন ঃ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাসারডাবরি গ্রামের ৭ বছরের অনন্যা মাহাতোর চোখের সমস্যা জন্মগত। জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে অনন্যার চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল রাজ্য সরকারের শিশুসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে। অনন্যার বাবা খোকন মাহাতো জানান, মেয়ের চোখের সমস্যা জন্মগত। দু-মাস আগে আলিপুরদুয়ার মানবিক মুখের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে মেয়েকে নিয়ে যান তিনি। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় একটি হাসপাতালে।

অনন্যার চোখের চিকিৎসা সেখানে হয়নি। তাই আবার ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে সহায়তার জন্য গেলে তারা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়ে যান। সেখান থেকে মেয়ের সরকারি ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুবর্ণ গোস্বামী শিশুসাথী প্রকল্পে অনন্যার চোখের চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে ব্যবস্থা নিতে বলেন। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক মেডিকেল অফিস